৪৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পার্শ্ববর্তী আটটি ইউনিয়নে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পার্শ্ববর্তী আটটি ইউনিয়নে পরিকল্পিত নগরায়ন এবং অধিকতর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮ জুন ২০১৬ তারিখে জারিকৃত এস. আর. ও নম্বর ২০১/আইন/২০১৬ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনের সীমানা সম্প্রসারণ করা হয়।

(২) দেশের ১১টি সিটি কর্পোরেশনে অধিক নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়।

(৩) দেশের ১১টি সিটি কর্পোরেশনে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(৪) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৯৩টি প্যাকেজের আওতায় ৯৫.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭১.৫৮ কিলোমিটার সড়ক, ৬২.৩০ কিলোমিটার নর্দমা ও ৬.০৪ কিলোমিটার ফুটপাত সংস্কার/মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৫) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭১.৫৮ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৬২.৩০ কিলোমিটার নর্দমা ও ৬.০৪ কিলোমিটার ফুটপাত সংস্কার/উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৬) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৩১.০৮ কিলোমিটার রাস্তা উন্নয়ন, ১৫১.০২ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণ এবং ৫১.১৬ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৭) ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ইন্টারসেকশন বাস-বে/স্টপেজ ৩৮টি, বাস লেন ৫০টি, গার্ড রেল ৫ কিলোমিটার, ট্রাফিক সাইন, গ্রিল ফেন্সিং, মার্কিং ও ট্রাফিক সাইন স্থাপন করা হয়।

(৮) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৪,৭১১টি বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন, ৯টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, ১৭টি ফুটওভার ব্রিজ সংস্কার করা হয়।

(৯) যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে ত্রিমুখী রাস্তার (দৈর্ঘ্য ৩ কিলোমিটার) সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়।

(১০) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রিন সিটি পার্ক নির্মাণ করা হয়।

(১১) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়।

(১২) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে কীর্তনখোলা নদীর পাড় বরাবর লিনিয়ার ও ৪-লেনবিশিষ্ট রাস্তার পার্শ্বে বিউটিফিকেশন-কাজ সম্পন্ন হয়

(১৩) বরিশাল মহানগরীর প্রবেশপথে ২টি সিটি-গেট নির্মাণ করা হয়।

(১৪) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১২তলা ভবন নির্মাণ করা হয়।

(১৫) সিলেট মহানগরীর মাছিমপুর এলাকায় সুরমা নদীর উভয় তীরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধন-কাজ, ৫-তলাবিশিষ্ট পীর হবিবুর রহমান সিটি পাঠাগার নির্মাণ ও ৪-তলা ক্লিনার কলোনি ও স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ভোলানন্দ নৈশ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়।

(১৬) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ৯৪,৭৯,৪৯,০৯০ টাকা ব্যয়ে রাস্তা-ঘাট, ড্রেন কালভার্ট, ফুটপাত ও স্ট্রিট-লাইট নির্মাণ, নতুন ৩০টি ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক সিগন্যাল, Solar Panel ও টাইমার কাউন্ট ডাউন স্থাপন করা হয়।

(১৭) খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ৩১.৫০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন, একটি মাতৃ-স্বাস্থ্য হাসপাতাল ভবন নির্মাণ ও নগর স্বাস্থ্য-ভবন উন্নয়ন করা হয়।

(১৮) রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ২,১৭৪.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০.০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ; ১,৩৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ; ১,২৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০.০০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ; ৬৬৭.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ; ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬৬ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন পুনর্বাসন ও মেরামত; ৩১.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ; ৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০টি নলকূপ স্থাপন এবং ৬৬৫৯.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০০টি বস্তি পরিবারের পুনর্বাসন করা হয়।

(১৯) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে সংযোগ-সড়ক নির্মাণের জন্য ৩.০৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া ১.৮৬ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ; ১১.১৫ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ; ১০.৭৫ কিলোমিটার নর্দমা নির্মাণ; ২.০০ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণ এবং ৮.২৮ কিলোমিটার সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়।

(২০) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭,৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮.২৬ কিলোমিটার সড়ক; ৩,৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১.১৫ কিলোমিটার ড্রেন; ১৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০.০০ কিলোমিটার সড়ক-বাতি; ০.০৩০ কিলোমিটার ব্রিজ; ২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.০০ কিলোমিটার ব্রিজ নির্মাণ; ৯৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি কবরস্থান উন্নয়ন ও ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি ডাম্পিং স্টেশন উন্নয়ন করা হয়।

(২১) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পঞ্চবটিতে এ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড পার্ক নির্মাণ করা হয়। দেওভোগ, গোদনাইল, বন্দর, লক্ষণখোলা একটি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মাসদাইর এলাকায় কেন্দ্রীয় সিটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

চিত্র: সখিপুর-সাগরদিঘী সড়ক, সখিপুর, টাঙ্গাইল।

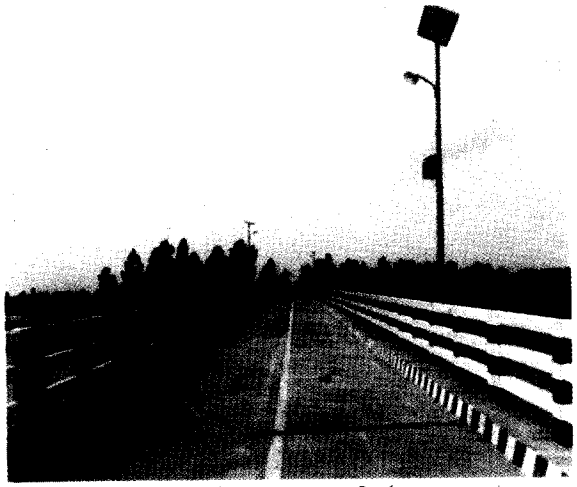

চিত্র: টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় মির্জাপুর-পাথরঘাটা সড়কে বংশাই নদীর ওপর নির্মিত ৩০০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ

(২২) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া এবং ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা পৌরসভা গঠন করা হয়। বর্তমানে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৬টি। ২৬টি পৌরসভার শ্রেণি উন্নীত করা হয়। এর মধ্যে ১৭টি 'খ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয় এবং ৯টি 'গ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়।

(২৩) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে পৌরসভার মেয়র, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১,৭৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২৪) পৌরসভাসমূহে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭৮টি ডাম্পার ট্রাক ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২৫) 'Strengthening Pourashava (Municipality) Governance Project' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২৫জন মেয়রকে জাপানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২৬) পৌরসভাসমূহে ডিজিটাল-সেন্টার স্থাপন করা হয়।

(২৭) জেলা পরিষদসমূহকে 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

(২৮) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৪৯জন প্রশাসক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিদেশ প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়।

(২৯) জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব-রক্ষকগণকে এনআইএলজিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৩০) জেলা পরিষদের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদ ডিজিটাল-সেন্টার স্থাপন করা হয়।

(৩১) দেশের ৬১টি জেলা পরিষদে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি চালু করা হয়।

(৩২) জেলা পরিষদের ব্যবহৃত সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড গুলিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

(৩৩) জেলা পরিষদের কার্যক্রম প্রচারের জন্য প্রতিটি জেলা পরিষদ থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

(৩৪) প্রতিটি উপজেলায় এলজিইডির টাইপ ডিজাইন অনুযায়ী ন্যূনতম ২০০´ × ১০৩´ (৪৭ শতাংশ) নিষ্কণ্টক জায়গায় ৫০০ আসনবিশিষ্ট এবং জেলা সদরে ন্যূনতম ২৩০´ × ১৬৫´ (৮৭ শতাংশ) নিষ্কণ্টক জায়গায় ১,০০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টি পারপাস হল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

(৩৫) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে 'কর্ণফুলি' নামে নতুন উপজেলা গঠন করা হয়।

(৩৬) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে উপজেলা পরিষদসমূহে ডিজিটাল-সেন্টার স্থাপন করা হয়।

(৩৭) সকল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানগণকে টেলিটক সিমসহ ট্যাবলেট পিসি প্রদান করা হয়।

(৩৮) নবসৃষ্ট আটটি উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩২টি পদ সৃষ্টি করা হয়।

(৩৯) নবসৃষ্ট আটটি উপজেলা পরিষদে (ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা, সিলেট জেলার ওসমানীনগর, নাটোর জেলার নলডাঙ্গা, পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী, বরগুনা জেলার তালতলী, রাজবাড়ী জেলার কালুখালী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিজয়নগর) আটটি নতুন গাড়ি প্রদান করা হয়।

(৪০) ইউনিয়নপর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

(৪১) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর (দফাদার ও মহাল্লাদার) বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। দফাদারদের বেতন ২,১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৪০০ টাকায় এবং মহাল্লাদারদের বেতন ১,৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর (দফাদার ও মহাল্লাদার) সদস্যদের অবসরকালে এককালিন অনুদান হিসাবে যথাক্রমে ৬,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

(৪২) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৪৩) সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম-আদালতের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ইউএনডিপি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহযোগিতায় ৭বছর মেয়াদি (২০০৯-১৫) 'Activating Village Courts in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় নির্ধারিত ৩৫১টি ইউনিয়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও সরকার এই প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় ৪ বছরের (২০১৬-১৯) জন্য দেশের ২৭টি জেলার ১৩৫টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৪৪) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্টের আওতায় দেশের ইউনিয়নমূহে ৯৭৭,৯৯,৩২,১৪৫ টাকা ছাড় করা হয়।

(৪৫) নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জন-অংশগ্রহণের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে প্রকল্প থেকে যে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে তার ৩০ শতাংশ অর্থ মহিলাদের দ্বারা বাছাইকৃত স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে ব্যয় করা হচ্ছে।

(৪৬) ইউনিয়ন গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্টের আওতায় ৭ বিভাগের ৭টি জেলায় এবং ৬৩টি উপজেলায় সুশাসন ও প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ৪১০টি ইউনিয়ন পরিষদকে ১৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পারফরমেন্সভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ৭টি জেলার প্রতিটি উপজেলায় নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। মোট ৬৪৫জন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এ সকল ফোরামে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ৭ বিভাগের ৭টি জেলায় ৫৬৪টি ইউনিয়নে বাৎসরিক পারফরমেন্স এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেককে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৩৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি বেজলাইন সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

(৪৭) ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৪,৫৭,৫০,৪০২ জন এবং মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩,২৯,১২১ জন।

(৪৮) অসহায় ও হতদরিদ্র মহিলা উপকারভোগীদের নিয়ে উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(৪৯) উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়নে 'স্বপ্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ৫১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে সাতক্ষীরা ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৫০) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার চালু রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ১০২ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান করার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উপার্জন ২১৭ কোটি টাকা। ডিজিটাল-সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় আইটি সেবাসমূহ সুলভ ও সহজলভ্য হওয়ায় মানুষের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয়।

(৫১) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনআইএলজি থেকে ১০,৮৪৮জন জনপ্রতিনিধি ও নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৫২) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন কার্যক্রম, জনপ্রতিনিধি ও নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমস্যা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিবছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা সমীক্ষা বাস্তবায়ন করা হয়। ১৩টি গবেষণা সমীক্ষা বাস্তবায়ন করা হয়।

(৫৩) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৮টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ; ১৮০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ; ৪,৮১৩ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ২৭,০৫০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম-সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৩৩৯ কিলোমিটার সড়কে বনায়ন; ১৬৮টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট/বাজার, ৬৯টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; ১০,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত; ৮২,২২৭ হেক্টর ফসলি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ৪২০ মিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন; ৭১০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন; ১৮৫টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন। এ ছাড়া শহর এলাকায় ৭০০ কিলোমিটার রাস্তা/ফুটপাত নির্মাণ; ১১০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়।

(৫৪) এলজিইডির মাধ্যমে ১ হাজার ২ শত ১৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চার লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভারটির মোট দৈর্ঘ্য ৮.৭ কিলোমিটার। তিনটি প্যাকেজে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রথম প্যাকেজ তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা থেকে এফডিসি মোড়-মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত, যার দৈর্ঘ্য ২.৫৬ কিলোমিটার। দ্বিতীয় প্যাকেজ বাংলামটরের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক পর্যন্ত, যার দৈর্ঘ্য ২.২১ কিলোমিটার। তৃতীয় প্যাকেজ রামপুরা থেকে মালিবাগ-মৌচাক মোড় হয়ে রাজারবাগ ও শান্তিনগর পর্যন্ত, যার দৈর্ঘ্য ৩.৯৩ কিলোমিটার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম অংশটি ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেছেন। অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে।

(৫৫) স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া পৌরসভায় 'শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক'-এর নির্মাণকাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। পার্কটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। 'শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক' নির্মাণের ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য-উন্নয়ন, সুস্থ বিনোদন ও মানসিক বিকাশের সুযোগের পাশাপাশি টুংগীপাড়াবাসী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীদের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৫৬) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় গোপালগঞ্জ-সিংগাতি রাস্তায় মধুমতি নদীর ওপর চাপাইল ঘাটে ৫৮৮.৬৫ মিটার দীর্ঘ প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এই সেতুটি শুভ উদ্বোধন করেন। নির্মাণ ব্যয় ৬০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। সেতুটি নির্মাণের ফলে গোপালগঞ্জ জেলার সঙ্গে নড়াইল, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতিতে এ ব্রিজটি ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(৫৭) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে মোট ৮৬ জনকে পিএসসি-এর মাধ্যমে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়।

(৫৮) বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৯জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হলো যে-কোনো আবাসগৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট)-এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭ শতাংশ। আর্সেনিক-আক্রান্ত unserved এবং underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

(৫৯) বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০১৬ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার ২ লক্ষ ২৭ হাজার পানির উৎস স্থাপন এবং ৭৬টি গ্রামে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়।

(৬০) বর্তমানে ১৩৬টি পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি-সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স-এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

(৬১) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪টি সিটি কর্পোরেশন (সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও কুমিল্লা) ও ১২২টি পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন হলে প্রকল্পভুক্ত পৌর এলাকার ৮০ শতাংশ জনসাধারণ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসবে।

(৬২) ১৫৫টি পৌরসভায় পানি-সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে মাস্টার-প্ল্যান প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়।

(৬৩) বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে সর্বমোট প্রায় ২৬,৬১৫টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মিত হয়। জুন ২০১৬ মাসে সমগ্র দেশে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৩৫টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ৩টি (৫০ শতাংশ) ও ৮টি (৭৫ শতাংশ) ৩তলা টয়লেট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়।

(৬৪) ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারগুলির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরিগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়।

(৬৫) ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত দাশেরকান্দি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্প, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩), ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প ও ঢাকা মহানগরীর আগাঁরগাঁও এলাকার বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি একনেকে অনুমোদিত হয়।

(৬৬) ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে রামপুরা ও কমলাপুরে ২টি স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ, ৫২৮ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ, ১৩৪টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ১০.০৫ কিলোমিটার পয়ঃলাইন নির্মাণ এবং ২০.৮৮৫ কিলোমিটার খাল উন্নয়ন করা হয়।

(৬৭) ঢাকা মহানগরীর বস্তি-এলাকায় পানি-সরবরাহের জন্য ৩টি গভীর নলকূপ ও ৬৫২টি ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন করা হয়।

(৬৮) ঢাকা ওয়াসা দৈনিক ২২৫-২৩০ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে ২৪২ কোটি লিটার পানি সরবরাহের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

(৬৯) রাজশাহী ওয়াসার পানির কভারেজ ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশে উন্নীত করা হয়।

(৭০) রাজশাহী ওয়াসার দৈনিক পানির উৎপাদন ৫৫.৪৪ মিলিয়ন লিটার দিন থেকে ৬৬.৫৭ মিলিয়ন লিটার দিন-এ বৃদ্ধি করা হয়।

(৭১) রাজশাহী ওয়াসার দৈনিক জনপ্রতি পানির ব্যবহার ৬৫ লিটার থেকে ৭০ লিটারে বৃদ্ধি করা হয়।

(৭২) খুলনা ওয়াসা প্রধান কার্যালয় ভবনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়।

(৭৩) খুলনা ওয়াসার ৭টি Distribution reservoir এবং ১০টি Overhead tanks-এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৫ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ ৩০ মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

(৭৪) খুলনা ওয়াসার Clear water transmission mains including river crossing এ কাজের আওতায় ১.২ বিলিয়ন লিটার দিন (৪৮) ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন পাইপ ও ফিটিংসসহ ৩৩ কিলোমিটার (সম্পূর্ণ)-এর মালামাল ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং ইতোমধ্যে ডাকটাইল আয়রন পাইপ ৭.৫ কিলোমিটার এবং এইচডিপি পাইপ ১৫ কিলোমিটার স্থাপন করা হয়।

(৭৫) খুলনা ওয়াসার ১১০ মিলিয়ন লিটার দিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানি-শোধনাগার এবং ৭৭৫ মিলিয়ন লিটার ধারণক্ষমতার Impounding reservoir নির্মাণকাজের আওতায় reservoir নির্মাণের জন্য স্টিল সিট পাইল বিদেশ থেকে আমদানি এবং এর driving কাজ সম্পন্ন হয়। cast-in-situ-এর কাজ চলমান রয়েছে। সাইটে প্রয়োজনীয় নির্মাণসামগ্রী মজুদ করা হয়। বর্তমান কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩০ শতাংশ।

(৭৬) খুলনা মহানগরীতে ২টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২ মিলিয়ন লিটার দিন পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হচ্ছে। পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে মাসিক ফ্ল্যাট রেইট-এর পরিবর্তে মিটারিং ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া হিসাবে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের জুন পর্যন্ত ৭,৫০০টি মিটার স্থাপন করা হয়।